ক্যারিয়ার গড়ার এই তো সময়

পরীক্ষা শেষ হওয়া মানেই অখণ্ড অবসর। এই অবসরটুকুর ব্যাপ্তি অল্প হলেও এর মূল্য অনেক বেশি। না জানা বিষয়কে জানতে, অল্প জানা বিষয়ে নিজের দখলদারিত্ব আরো পাকাপোক্ত করতে এই অবসরে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কোর্স করতে পারেন। এসব কোর্সের বিষয় নির্বাচনে আপনার ভবিষ্যতের ক্যারিয়ারকে প্রাধান্য দিতে পারেন। অথবা শখের বশেও কিছু কোর্স করতে পারেন। চলুন দরকারী কিছু কোর্সের খবরাখবর জেনে নেয়া যাক–

জানা থাকুক কম্পিউটার : প্রযুক্তিবান্ধব আমাদের জীবন কম্পিউটার ছাড়া অনেকটাই অচল। বড় বড় অফিস-আদালত থেকে শুরু করে গলির মোড়ের সিডির দোকান– সবখানেই এখন কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। আর তাই পড়াশোনা শেষ করে কোথাও চাকরি করতে গেলে কম্পিউটার জানা চাই। অনাগত চাকরি জীবনে নিজের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করতে এখনই কম্পিউটারের ওপর কিছু দরকারী কোর্স যেমন– মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, গ্রাফিক ডিজাইনিং, অটোকেড, ওয়েব ডিজাইনিং সম্পন্ন করতে পারেন। প্রশিক্ষণের জন্য দেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। দুই মাস মেয়াদি কিছু অভিজাত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করে। মাইক্রোসফট অফিস কোর্স ৫ হাজার টাকা, গ্রাফিক ডিজাইন কোর্স ৫ হাজার টাকা, ওয়েব ডিজাইনিং কোর্সে ৮ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত খরচাপাতি লাগতে পারে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হলো– ওয়েস্টমিনস্টার স্কিল ডেভেলপমেন্ট, ভূঁইয়া কম্পিউটার, ড্যাফোডিল কম্পিউটারস ও জি-নেট টেকনোলজি লিমিটেড।

রপ্ত করুন বিদেশি ভাষা : ছোটবেলা থেকেই যারা স্বপ্ন দেখতেন স্কলারশিপ নিয়ে জার্মানি কিংবা ফ্রান্সে গিয়ে পড়াশোনা করবেন, ভালো রেজাল্ট করলে হয়তোবা তারা যেতেই পারেন। কিন্তু সেই দেশের ভাষা জানা না থাকলে কিন্তু ব্যাপক বিড়ম্বনায় পড়তে হবে। বিদেশি ভাষায় নিজেকে সহজেই খাপ খাওয়াতে ভালো রেজাল্টের পাশাপাশি বিদেশি ভাষা শিখে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফার লেটার ও ভিসা পেতে সুবিধা হবে। দেশে বেশকিছু প্রতিষ্ঠানে ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু আছে। আলিয়ঁস ফ্রঁসেসে ফরাসি ভাষা, গ্যেটে ইনস্টিটিউটে জার্মানি ভাষা শিখতে পারেন। ৩ মাস মেয়াদি বিভিন্ন কোর্সে বিষয় ভেদে পাঁচ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা খরচ হতে পারে।

নিজেই করুন হাতের কাজ : পড়াশোনার পাশাপাশি হাতের কাজ শিখে নিজে স্বাবলম্বী হতে পারেন। এমনকি নিজ খরচেই পড়াশোনা করতে পারেন। বর্তমানে কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার ফলে বাঁশ-বেতের কাজ, কাঠের বিভিন্ন শিল্পকর্ম, কাপড়ের পুতুল, চটের ব্যাগ মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছে। এসব কাজ শিখতে চাইলে আপনাকে ভর্তি হতে হবে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনে। এখানে কুটির শিল্পের সব শিল্পকর্মের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সব ধরনের তথ্যও পাবেন।

দক্ষতা বাড়ুক ইংরেজিতে : বিশ্বায়নের এই যুগে নিজেকে একজন স্মার্ট বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ইংরেজির বিকল্প নেই। ইংরেজির ওপর নিজের দখল বাড়াতে থাকেন। রাইটিং, একাডেমিক, ফনেটিক্স, প্রেজেন্টেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্সে ভর্তি হতে পারেন।

ভিডিও এডিটিং : দেশে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের সংখ্যা। আর সেই সঙ্গে সমানতালে বাড়ছে ভিডিও এডিটরের চাহিদা। আগামীতে ভিডিও এডিটর হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে এই অবসরেই ছোটখাটো একটি কোর্স করে রাখতে পারেন। ঢাকায় ভিডিও এডিটিং হাতে-কলমে শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণ সেন্টার আছে। মূলত ফিল্ম মেকিং, কম্পোজিশন, প্রেজেন্টেশন সেটিং, কাটিং, কন্টেনিটি, অডিও অ্যান্ড ভিডিও ইফেক্ট, ক্রোমা, মোশন, টাইম লাইনের মতো মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এসব সেন্টারে।

মোবাইল সার্ভিসিং : বর্তমানে মোবাইল সার্ভিসিং তরুণদের অন্যতম আয়ের উৎস। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে মোবাইল সার্ভিসিং করলে মন্দ হয় না। তাই এই অবসরেই মোবাইল সার্ভিসিং কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। দুই থেকে তিন মাস মেয়াদি কোর্স করতে ৭ থেকে ৯ হাজার টাকা পর্যন্ত লাগতে পারে।

পর্যটনের শর্ট কোর্স : পর্যটনের ওপর একটি শর্ট কোর্স করে শিখতে পারেন খাবার তৈরি প্রণালি, টেবিল সাজানো, খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন, হাইজিন অ্যান্ড স্যানিটেশন, কক্ষসজ্জা, ক্লিনিং, লন্ড্রি সার্ভিস। এ ছাড়া এসব কোর্সে আরো জানতে পারেন অভ্যর্থনা, টেলিফোন ম্যানার্স। ট্যুরিজম, ট্র্যাভেল ও হোটেল ম্যানেজমেন্টের জন্য দেশে বেশকিছু প্রশিক্ষণ একাডেমি আছে– বাংলাদেশ হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব ট্যুরিজম অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট, রাজমনি ঈশা খাঁ হোটেল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং কোর্স, আটাব ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ■

রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষা

রাশিয়ায় আপনি পড়তে যেতে চাইবেন তাদের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য। এখানকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই সাধারণত দুই সেমিস্টারে ছাত্ররা ভর্তি হতে পারে– সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি থেকে জুন। এখানে ব্যাচেলর, মাস্টার্স, ডিপ্লোমা ও পিএইচডি প্রোগ্রামে পড়াশোনা করানো হয়। রাশিয়ায় পড়াশোনা রাশিয়ান ভাষাতেই হয়।

যেসব বিষয় পাবেন : অ্যাকাউন্টিং, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার, আর্টস, বায়োলজি, সেন্টার ফর দ্য সোসিওলজি, কেমিস্ট্রি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, কালচারাল এনথ্রোপলজি, আর্থ সায়েন্স ইকোলজি, ইকোনমিক্স, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, মিজারিং অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম, ইনস্টিটিউট অব অরিয়েন্টাল স্টাডিস, মিউজিক আর্ট, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স।

যেভাবে আবেদন করবেন : বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ঠিকানায় সরাসরি আবেদন করতে পারবেন। আবার তাদের অনলাইনেও আবেদনপত্র পাওয়া যায়। আবেদনপত্র সতর্কতার সঙ্গে পূরণ করতে হয়। আবেদনপত্রের সঙ্গে কিছু কাগজপত্রও সংযোজন করতে হবে– মার্কশিট, আবেদনপত্রের ফি পরিশোধের রসিদ, পাসপোর্টের ফটোকপি, পাসপোর্ট সাইজের ছবি, স্পন্সরের কাছ থেকে পাওয়া আর্থিক দায়-দায়িত্বের চিঠি।

ভালো কথা, কাগজপত্র সব ইংরেজিতে লিখতে হবে।